মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন ■ সংখ্যা ঃ ৯২ ■ বর্ষঃ ১১ ■ অক্টোবর ২০১৬

জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ সকাল ১১টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির ৬ষ্ঠ সভা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো: মোজাম্মেল হক খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো: মোজাম্মেল হক খান এর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সদস্য সচিব ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান বিগত এক বছরে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। সভায় মাদক অপরাধ দমন এবং মাদকবিরোধী জনসচেতনতাসৃষ্টিমূলক কর্মসূচী জোরদার ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আগামী ডিসেম্বর ২০১৬ মাসের মধ্যে কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠানের জন্য সভাপতি মহোদয় কমিটির সদস্য সচিবকে অনুরোধ করেন। উল্লেখ্য যে, গত ০৬ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর ২০১৬ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের ৩য় ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ৩য় ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেন, নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মাদকের Harm Reduction, Supply Reduction এবং Demand Reduction এর ওপর আলোচনা করে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তিনি দেশব্যাপী জনসাধারণের মধ্যে মাদক বিরোধী সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, মামলার প্রমাপ অর্জনের পাশাপাশি মাদকপ্রবণ এলাকা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ও কোয়ালিটি মামলা উদঘাটনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

উক্ত সভায় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহকারী পরিচালক, উপ-পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নতুন পরিচালক (প্রশাসন)

জনাব মো: আতাহার আলী

জনাব মো: আতাহার আলী ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৯ সালে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। চাকুরি জীবনে তিনি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসক পদে কর্মরত ছিলেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশনের (BIWTC) পরিচালক (প্রশাসন) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে

পরিচালক (প্রশাসন) পদে যোগদান করেন। তিনি বিদায়ী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মো: আখতার আলী সরকারের স্থলাভিসিক্ত হন। চাকুরিসূত্রে তিনি ভারত, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, চীন, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি বিবাহিত এবং তিন সন্তানের জনক।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশে মাদকের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে যেসব জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তন্মধ্যে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা, মাদকের কুফল সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা, মাদকবিরোধী পোস্টার, স্টিকার ও লিফলেট বিতরণ, মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, সেমিনার ওয়ার্কসপ, সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড / স্থাপন ও দেয়াল লিখন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফেস্টুন ও পোস্টার প্রদর্শন, অভিযানকালে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা, স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রম, সংগঠন/সমিতি/ক্লাব/ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রম, সংস্থা/NGO ভিত্তিক কার্যক্রম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সেপ্টেম্বর'২০১৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	১১৪ টি
মাদকের কুফল সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা	১২৫ টি
মাদকবিরোধী পোস্টার/ স্টিকার/ লিফলেট বিতরণ	- টি
মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারী প্রদর্শন	৩৫ টি
সেমিনার ওয়ার্কসপ	০৩ টি
সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড /স্থাপন ও দেয়াল লিখন	২৫ টি
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফেস্টুন/ পোস্টার প্রদর্শন	০৫ টি
অপারেশনকালে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা	১৮৪ টি
স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক কার্যক্রম	০৯ টি
সংগঠন/সমিতি/ক্লাব/ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক কার্যক্রম	০৭ টি
সংস্থা/ NGO ভিত্তিক কার্যক্রম	১৬ টি
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক কার্যক্রম	২৭ টি
মোট	৫৫০ টি

সেপ্টেম্বর/২০১৬ মাসে দেশব্যাপী মোট ৫৫০টি মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে শ্রেণিবক্তৃতা দেয়া হয়েছে ১২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : খন্দকার রাকিবুর রহমান
মহাপরিচালক

সম্পাদক : নাজমুল আহসান মজুমদার
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

সংখ্যা : ৯২
বর্ষ : ১১ম
অক্টোবর : ২০১৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

সেপ্টেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত সময়ে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান ঃ

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরুপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	গঠিত কমিটির শতকরা হার
ঢাকা	৭,৪৮৮	৪,৯১১	২,৫৭৭	৬৫.৫৮%
চট্টগ্রাম	৪,৭০৮	৩,৯৬৩	৭৪৫	৮৪.১৭%
রাজশাহী	১০,১৭০	৭,৪১৯	২,৭৫১	৭২.৯৫%
খুলনা	৪,৪৮৭	৩,৬৩৯	৮৮৪	৮১.১০%
বরিশাল	৪,০২৯	২,২৭৫	১,৭৫৪	৫৬.৪৬%
সিলেট	১,১৭৫	১,১৭৫	-	১০০%
মোট	৩২,০৫৭	২৩,৩৮২	৮,৬৭৫	৭২.৯২%

সবচেয়ে বেশি কমিটি গঠিত হয়েছে সিলেট বিভাগে (১০০%) এবং সবচেয়ে কম কমিটি গঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে (৫৬.৪৬%)।

সূত্র : নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম

সেপ্টেম্বর/২০১৬ মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণি বক্তব্য দেয়া হয়েছে ১২৫ টি প্রতিষ্ঠানে যশোর, গাজীপুর, টাঙ্গাইল এবং মাদারীপুর জেলার শ্রেণী বক্তৃতার সংবাদচিত্র :

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ যশোরের সিংহঝুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মাঝে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা ও মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে গাজীপুর জেলায় মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ পটুয়াখালী জেলার বাউফল নূরানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা ও মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ টাঙ্গাইলে শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা ও মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ

গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ পাবনার রেলপাড়া এলাকায় মাদকবিরোধী আলোচনা সভা ও মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ মাদারীপুর জেলায় ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাদকবিরোধী আলোচনা সভা ও মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ ফরিদপুর জেলার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা ও মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ

অপারেশনাল কার্যক্রম

নরসিংদী জেলার বানিয়াচর এলাকা থেকে ৭ (সাত) কেজি গাঁজাসহ ০২ আসামী আটক

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে নরসিংদী বানিয়াচর এলাকা থেকে ৭ (সাত) কেজি গাঁজাসহ আটককৃত আসামীগণ

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে নরসিংদী বানিয়াচর এলাকা হতে সাহারা খাতুন (৬০) ও রাহেলা খাতুন (৪৫) কে অভিনব কায়দায় কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে রাখা ৭ (সাত) কেজি গাঁজাসহ আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, নরসিংদী

জামালপুর জেলার ইসলামপুর থেকে ৩৯৩ বোতল বিলাতীমদ ও ২৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে জামালপুরের ইসলামপুর হতে ৩৯৩ বোতল বিলাতীমদ ও ২৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া থানাধীন ধরখার এলাকা থেকে ১০০০ পিস ইয়াবাসহ

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে আখাউড়া থানাধীন ধরখার এলাকা থেকে ১০০০ (এক হাজার) পিস ইয়াবাসহ আটককৃত আসামী

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া থানাধীন ধরখার এলাকা থেকে ১০০০ (এক হাজার) পিস ইয়াবাসহ একজন কুখ্যাত ব্যবসায়ী সাজেদা বেগম (৪২) কে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আইন-আদালত (সেপ্টেম্বর-২০১৬)

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ভিত্তিক জুলাই-২০১৬ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	জুলাই-২০১৬ নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল	৭০	৮৩	৪১	৪১	১১১	১২৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	২	২	১০	১০	১২	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ময়মনসিংহ	৬	৬	১৯	১৯	২৫	২৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ফরিদপুর	১	১	১১	১১	১২	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, টাঙ্গাইল	২	২	১২	১২	১৪	১৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, জামালপুর	১	১	৬	৬	৭	৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ	১	১	১	১	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মাদারীপুর	০	০	২	২	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, শারীয়তপুর	০	০	২	২	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজবাড়ী	৪	৪	৪	৪	৮	৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মানিকগঞ্জ	২	২	৭	৭	৯	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ	৪	৫	০	০	৪	৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	৪	৬	১১	১১	১৫	১৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নরসিংদী	৬	৬	৫	৫	১১	১১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, গাজীপুর	২	২	১৪	১৪	১৬	১৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, শেরপুর	৩	৪	৩	৩	৬	৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ	৩	৪	৯	৯	১২	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নেত্রকোনা	২	৩	৩	৩	৫	৬
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	১১৩	১৩২	১৬০	১৬০	২৭৩	২৯২
চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল	১৪	১৮	২৮	২৮	৪২	৪৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	০	০	৬	৬	৬	৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নোয়াখালী	৩	৪	২	২	৫	৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুমিল্লা	৩	৩	২৫	২৫	২৮	২৮
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কক্সবাজার	৬	৪	৯	৯	১৫	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাঙামাটি	০	০	৩	৩	৩	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খাগড়াছড়ি	১	২	০	০	১	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বান্দরবান	০	০	২	২	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৭	৭	১০	১০	১৭	১৭

মেট্রো: উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	জুলাই-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চাঁদপুর	১	২	১০	১০	১১	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, লক্ষীপুর	০	০	২	২	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ফেনী	৪	৪	৬	৭	১০	১১
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৩৯	৪৪	১০৩	১০৪	১৪২	১৪৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	৮	৮	৯	৯	১৭	১৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, যশোর	২০	২৪	৫	৫	২৫	২৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুষ্টিয়া	৪	৪	৮	৮	১২	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা	৬	৬	৩	৩	৯	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মেহেরপুর	১	১	০	০	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঝিনাইদহ	৭	৮	৬	৬	১৩	১৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মাগুরা	৩	৩	১	১	৪	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নড়াইল	০	০	৫	৫	৫	৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সাতক্ষীরা	৩	৫	৭	৭	১০	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বাগেরহাট	৪	৩	৪	৪	৮	৭
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	৫৬	৬২	৪৮	৪৮	১০৪	১১০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী	১২	১৩	১৪	১৪	২৬	২৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পাবনা	৬	৬	২০	২০	২৬	২৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বগুড়া	১০	১১	২৯	৩০	৩৯	৪১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রংপুর	৪	৪	২২	২২	২৬	২৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, দিনাজপুর	৫	৫	৫	৬	১০	১১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পঞ্চগড়	১	১	১	১	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	১	২	০	০	১	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নীলফামারী	০	০	৮	৯	৮	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, লালমনিরহাট	০	০	১০	১০	১০	১০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুরিগ্রাম	১	১	৩	৩	৪	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, গাইবান্ধা	৩	৪	৯	৯	১২	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, জয়পুরহাট	৮	৯	২	২	১০	১১

মেট্রো: উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	জুলাই-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	২	২	৯	৯	১১	১১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নাটোর	৫	৬	৯	১০	১৪	১৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নওগাঁ	২	২	৪	৪	৬	৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬	৮	৮	৮	১৪	১৬
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী	৬৬	৭৪	১৫৩	১৫৭	২১৯	২৩১
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকা	৪	৪	০	০	৪	৪
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, রাজশাহী	৬	১০	০	০	৬	১০
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৩	৬	৬	৬	৯	১২
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, খুলনা	৩	৪	১	১	৪	৫
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, সিলেট	০	০	০	০	০	০
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, বরিশাল	০	০	০	০	০	০
গোয়েন্দা শাখা	১৬	২৪	৭	৭	২৩	৩১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট	৪	৪	১৮	১৮	২২	২২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সুনামগঞ্জ	১	২	১০	১০	১১	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মৌলভীবাজার	৬	৭	০	০	৬	৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, হবিগঞ্জ	২	২	৬	৬	৮	৮
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট	১৩	১৫	৩৪	৩৪	৪৭	৪৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরিশাল	৪	৫	২	২	৬	৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পটুয়াখালী	০	০	২	২	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরগুনা	০	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ভোলা	০	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঝালকাঠি	১	১	০	০	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পিরোজপুর	০	০	০	০	০	০
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরিশাল	৫	৬	৪	৪	৯	১০
মোট	৩০৮	৩৫৭	৫০৯	৫১৪	৮১৭	৮৭১

- **সবচেয়ে বেশি মামলা দায়েরঃ** ঢাকা মেট্রো উপঅঞ্চল-১১১ টি
- **সবচেয়ে কম মামলা দায়েরঃ** বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় সিলেট, ও বরিশাল এবং জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কার্যালয়ে বরগুনা, ভোলা ও পিরোজপুরে কোন মামলা হয়নি।

▶ যেসব জেলায় নিয়মিত মামলা হয়নি: জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মাদারীপুর, শরীয়তপুর, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, লক্ষীপুর, নড়াইল, নীলফামারী, লালমনিরহাট জেলায় নিয়মিত মামলা হয়নি।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুণর্বাসন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

(সেপ্টেম্বর '২০১৬)

বেসরকারি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুণর্বাসন কেন্দ্রের সংখ্যা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চিকিৎসা ও পুণর্বাসন অধিশাখা থেকে বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুণর্বাসন কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত (আগস্ট-২০১৬) মোট ১৮২ টি কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর-২০১৬ মাসে ০৬টি কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রঃ নং	লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদবী	বেডের সংখ্যা	ফোন নম্বর	অনুমোদনের ইস্যু নম্বর ও তারিখ
১৮৩।	**"আলোকিত জীবন"** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, ১১১/বি, ঢোলাদিয়া, কাঠগোলা বাজার, ময়মনসিংহ।	জনাব আনোয়ার আহমেদ চেয়ারম্যান	১০	০১৭২৭৯৭৭৩৭০	নং-৪০৪২ তাং-০১/০৯/১৬
১৮৪।	**"পরিবর্তন"** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, ২৩২/৩ দক্ষিণ কাটলী, সদর হাসপাতাল রোড, নেত্রকোনা।	জনাব এ,কে,এম মাজহারুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক	১০	০১৭১২১৪৩৫৩৪	নং-৪০৪৩ তাং-০১/০৯/১৬
১৮৫।	**"অন্তর"** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, ৫৭২, ছোটনা হাউজ, লাকসাম রোড, টমছম ব্রীজ, কুমিল্লা।	জনাব স্বপন চন্দ্র পাল, নির্বাহী পরিচালক	২০	০১৭২০১৭২৪৮৯	নং-৪০৫২ তাং-০১/০৯/১৬
১৮৬।	**"ভোরের আলো"** মাদকাসক্তি চিকিৎসা সহায়তা, পরামর্শ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কালিতালা, নাপিতপাড়ার মোড, নওগাঁ।	জনাব আব্দুল্লাহেল মামুন, নির্বাহী পরিচালক	১০	০১৭১৬০৩৭০৪১	নং-৫০১৩ তাং-০৭/০৯/১৬
১৮৭।	**"ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুণর্বাসন কেন্দ্র"** ১০/২ ইকবাল রোড, ব্লক- এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭	জনাব মো: কাজী রফিকুল আলম, সভাপতি	১০	৮১১৯৫২১ ৯১২৩৪০২	নং-৫০৩৯ তাং-১৫/০৯/১৬
১৮৮।	**"নর্থ স্টার"** মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৩৬৭ পীরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা।	জনাব মো: মোকশেদ আলী, নির্বাহী পরিচালক	১০	০১৭৪৩৭২২৬৮৬ ০১৯৭৩৭২২৬৮৬	নং-৬০৮৫ তাং-২৮/০৯/১৬

সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র (সেপ্টেম্বর'২০১৬) মাসের প্রতিবেদন

কেন্দ্রের নাম	চিকিৎসা সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা							মন্তব্য
	আন্ত:বিভাগ		বহি:বিভাগ					
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	নতুন	পুরাতন	
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৪২	৯	১৪০	০	১৯১	১০৫	৩৫	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৪	০	৫	০	৯	২	৭	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	৪	০	৯	০	১৩	৮	৫	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	৬	০	৬	০	১২	১২	০	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	১১	০	৩২০	০	৩৩১	২২৯	১০২	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৮	০	৪৭	০	৫৫	৪১	২২	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	২১৪	০	১৪০	০	৩৫৪	২১৪	১৪০	
মোট	২৮৯	৯	৬৬৭	০	৯৬৫	৬১১	৩১১	

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালসের মাধ্যমে আমদানি, সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সেপ্টেম্বর' ২০১৫ এবং সেপ্টেম্বর' ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাস ভিত্তিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	সেপ্টেম্বর' ২০১৫	সেপ্টেম্বর' ২০১৬
১।	ঢাকা অঞ্চল	৯১,০৭,২৬০/-	১০,৫৪,৫৫২২/-
২।	সিলেট অঞ্চল	৩৭,৪০,৫৭০/-	৩৯,৪৯,১২০/-
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৪১,৫৯,৩০৮/-	৩৯,৯১,৫৯২/-
৪।	খুলনা অঞ্চল	৩,১৮,২৬,৩৫৩/-	২,৩৮,২৩,১০৮/-
৫।	বরিশাল অঞ্চল	৩,৭৬,৬০০/-	৩,৮৪,৯১০/-
৬।	রাজশাহী অঞ্চল	৯১,৬৮,৭০৬/-	৯২,৪৪,৪৮৯/-
	মোট	৫,৮৩,৭৮,৭৯৭/-	৫,১৯,৩৮,৭৪১/-

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	আগস্ট' ২০১৬
টলুইন	১২,৭৬৮.৫০ মেঃটঃ	২৮.৬৪ মেঃ টঃ
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	২,৫৬৬ মেঃটঃ	৫০৬ মে:ট:
এ্যাসিটোন	৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটঃ	৬৪ মেঃটঃ
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৪,১৮৪.৫৬ মেঃটঃ	৯.৪২মেঃটঃ
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	২,০৪৫ মেঃটঃ	১৬০ মেঃটঃ
সিউডোএফিড্রিন	৪৯,০২১ কেজি	-

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও সিআইডিসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। সেপ্টেম্বর' ২০১৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান :

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান

অঞ্চলের/ সংস্থা নাম	সেপ্টেম্বর/১৬ তে গৃহীত নমুনার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট রিপোর্ট	--
ঢাকা অঞ্চল	১৪৫	১৪৪	--	১৪৪	০৯
চট্টগ্রাম অঞ্চল	৮১	৭৭	--	৭৭	০৫
রাজশাহী অঞ্চল	৮৯	৯৭	--	৯৭	০৪
খুলনা অঞ্চল	৮৬	৬৬	--	৬৬	২১
বাংলাদেশ পুলিশ	৩৯১৬	৩৮৯০	--	৩৮৯০	২৩৫
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	--	--	--	--	--
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	০৯	০৯	--	০৯	--
অন্যান্য সংস্থা সিআইডি	--		--		--
মোট	৪৩২৬	৪২৮৩	--	৪২৮৩	২৭৪

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর

নাম/পদবী/কর্মস্থল	সময়সীমা
জনাব এস,এম জাবেদ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বি.বাড়িয়ার নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	১০/০৯/২০১৬ - ০৯/০৯/২০১৭
জনাব মোঃ শওকত বকত চৌধুরী (এর জন্ম তারিখ ০৮ জুলাই ১৯৫৬ খ্রিঃ। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা।) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলাধীন রমনা সার্কেলের উপপরিদর্শক।	০৮/০৭/২০১৬ - ০৭/০৭/২০১৭
মোছাঃ আম্বিয়া বেগম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের অফিস সহায়ক	০১/১০/২০১৬ - ৩০/০৯/২০১৭
মোছাঃ মমতাজ বেগম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা কার্যালয়ের সহকারী বাবুর্চী (মশালচী)	০১/১১/২০১৬ - ৩১/১০/২০১৭

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

মাদক, যোগাযোগ ও সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট

পিয়ারা বেগম, শিক্ষক (অব:)
তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘটেছে অভাবনীয় সাফল্য। বিশেষ করে মুঠোফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। উল্লেখিত প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় শৈশব-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে, কিংবা তারুণ্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে মাদকের সরব উপস্থিতি। অথচ কিশোর-যুবক বয়সটাই একজন মানুষের জীবন গঠনের শ্রেষ্ঠ সময়।

পক্ষান্তরে, পারিবারিক যোগাযোগের কাজটিও অনেকেই দায়সারাভাবে সেরে নিচ্ছে প্রযুক্তির মাধ্যমে। পরিবারে সরব উপস্থিতি যেন দিন দিন কমে যাচ্ছে। ছোটদের একটা অভিযোগ হচ্ছে, বাবা-মা আমাদের কথা শোনেন না। অর্থাৎ আপনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন না, কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য বটে। আপনার কাছে থেকে যে পরিমাণ গুরুত্ব আশা করছে সেটা তারা পাচ্ছে না। আপনি কিন্তু ঠিকই গুরুত্ব দিচ্ছেন, ভালবাসেন। কিন্তু তারা তা বুঝছে না। এই না বোঝাবুঝি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ভুল বোঝাবুঝি, বাড়ছে দূরত্ব। আর এর মূল কারণ হচ্ছে যোগাযোগের অভাব। একজন আরেকজনের সাথে সরাসরি কথা না বলা, এড়িয়ে চলা, সময় না দেয়া, তাদের মতামতের গুরুত্ব না দেয়া। অথচ সরাসরি কথা বললে কিন্তু পরিবারের অনেক জটিল সমস্যাই সমাধান হয়ে যেতে পারে। সরাসরি কথা বললে তা প্রাণের স্পর্শ পায়, মানসিক ঘনিষ্ঠতাও এতে বাড়ে।

প্রখ্যাত গবেষক Hetterer মাদকাসক্তির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন- একজন ব্যক্তি হতাশা, বিষণ্নতা, কৌতূহল, নেতিবাচক দলগত চাপ, পারিবারিক অশান্তি, মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা প্রভৃতি কারণে মদ বা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করতে পারে এগুলো মূলতঃ মাদকাসক্তির সাহায্যকারী কারণ। বস্তুত: মাদকাসক্তির প্রাথমিক কারণ ব্যক্তি নিজে। আর তা তখনই অনুকূল পরিবেশ পায় কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে, অপ্রতিরোধ্য আবেগীয় মূহূর্তে।

তাইতো যৌবনের বৃত্ত ভেঙ্গে মাদক আজ আমাদের সর্বস্ব বুকের মানিক নিষ্কলুস কিশোর সন্তানদেরকেও গ্রাস করছে। আর যুবকদের মাদক উৎপাদন, চোরাচালান ও বিপণনের প্রতি করছে উৎসাহিত।

সন্তান হচ্ছে বাবা মা'র আল্লাহ্‌র পবিত্র নেয়ামত, বলা যায় শ্রেষ্ঠ আমানত। এই আমানত সুরক্ষায় এখনি সময় সচেতন হওয়া। সন্তানকে মাদকমুক্ত রাখার বিষয়টি এখন জরুরি। মাদকের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন রোধ করার ক্ষমতা যেন দিন দিন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মরণ নেশা মাদক আমাদের নতুন প্রজন্মকে ঠেলে দিচ্ছে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে। যার প্রভাব পরিবার থেকে সমাজে, সমাজ থেকে রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হচ্ছে।

তাই বলছি, আসুন আমরা আমাদের পারিবারিক ঐক্যকে মজবুত রাখি। পরিবারের কিশোর-যুবকদের প্রতি মনোযোগি হই। সরাসরি ভাবের আদান প্রদান করি। তাতে একে অপরকে বুঝতে সহজ হয়, বোঝাতেও সহজ হয়। যে কোন সমস্যা সংকট নিরসনে তড়িৎ ব্যবস্থা নেয়া যায়, পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমাদের পরিবারের কারো জ্বর হলে যেমন তার চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারি, তার শরীরের তাপমাত্রা দেখে অনুভব করতে পারি তার শরীরে জ্বর আছে। তখন আমরা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। ঠিক তেমনি নেশা গ্রহণকারীদেরও দেখলেই বোঝা যায়। আর পরিবারের ওপর মনোযোগ দিলে, যোগাযোগ সুরক্ষা করলেই আমরা একে অপরের সমস্যাগুলো খুব সহজে বুঝতে পারি, কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি, অনুভব করতে পারি।

এখানে 'নেশা' প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করছি- বাংলা 'নেশা' কথাটি বুৎপত্তিগতভাবে এসেছে আরবি শব্দ 'নশাতুন' থেকে, যার অর্থ মত্ততা। বাংলা ভাষায় 'নেশা' শব্দের অর্থ কিন্তু অনেক ব্যাপক, এর পরিধিও বিস্তৃত। সহজ ভাবে বলতে গেলে সাধারণের চাইতে বেশি যে কোন আকর্ষণকেই নেশা বলা হয়। যেমন- পড়ার নেশা, গানের নেশা, তাসের নেশা, জুয়ার নেশা, প্রেমের নেশা ইত্যাদি। কারো আবার রয়েছে চোখের নেশা আবার কারো বা আছে কাজের নেশা।

তবে, নেশা যাহাই হোক তা কখনো কখনো মানুষের আচরণে অস্বাভাবিকতা আনতে পারে কিন্তু মাদকের নেশা এমনই নেশা যে, তা ব্যক্তিকে শুধু তার পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করেই ক্ষান্ত থাকে না, তার জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে, দুর্বিষহ যন্ত্রণার পেষণে বিপন্ন করে তোলে।

তাদের স্বাভাবিক আচরণগত পরিবর্তন যেমন একাকীত্ব, মিথ্যা কথা বলা, ঘর থেকে ছোট খাট জিনিস চুরি করা, অল্পতে রেগে যাওয়া, সময় মত খেতে না আসা, আগের মত খেতে না পারা, খিট-খিটে মেজাজ, রাত করে বাড়ি ফেরা, প্রচুর টাকা পয়সার চাহিদা, না দিলে মারামারি ও ভাংচুর করা।, রাতজাগা, অবাধ্য হওয়া, অস্থির থাকা কিংবা আক্রমণাত্বক আচরণ, সাধারণ বোধ বিবেচনা লোপ পাওয়া ইত্যাদি বহুবিধ ধরণের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। তাছাড়া শারীরিক কিছু অসংগতিও দৃশ্যমান যেমন- চোখের কোনে কালি পড়া , ওজন কমে যাওয়া, ঘুমঘুম ভাব, শরীরের চামড়া খসখসে ইত্যাদি।

তবে নেশা গ্রহণকারীর মধ্যে যে লক্ষণ প্রকাশ হোক না কেন তা দেখার জন্য বোঝার জন্য, প্রয়োজন অভিভাবকের সুদৃষ্টি- মানে গভীর মনোযোগ। গভীর মনোযোগ মানেই মনোযোগায়ন আর মনোযোগায়নই যোগাযোগ সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে একাত্মতা। বাড়ায় পরস্পরের মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা। দৃঢ় করে পারিবারিক বন্ধন। মূলত: এক্ষেত্রে যোগাযোগটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।

এ বিষয়ে আরো কিছু কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি। নেশা গ্রহণকারীদের চাল-চলনে সাময়িক আরো এক ধরণের ঝলকের চমক দেখা যায়। প্রথম প্রথম মাদক গ্রহণ করেও ওরা কত উচ্ছল আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। চোখে তাদের কত রঙিন স্বপ্ন, আহা! যেন কোথাও ওদের হারিয়ে যেতে নেই মানা। কোন বেদনা, কোন দুঃখ যেন স্পর্শ করছে না তাদের। ফুরফুরে, চনমনে ভাব নিয়ে থাকে যেন এভারেস্ট জয় করে বীরের বেশে একটা জোশ নিয়ে আছে। মনে হয় নতুন প্রেমে পড়ে প্রেমিকের উষ্ণ আবেশে, ভাবাবেগে দেহ-মন আপ্লুত। ইস! সে কী রোমান্টিক মুহূর্ত! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের এটা সাময়িক রূপ। এটা তাদের একটা বাহ্যিক আবরণ, একটা খোলস মাত্র। অন্তঃসারশূণ্য জীবনে ক্ষণিকের চাকচক্য কিছুদিনের মধ্যেই ফুড়ুৎ, আহ! সে কি বীভৎস রূপ! খোলস থেকে বেরিয়ে আসে কঙ্কালসার দেহ, কোঠারাগত চোখ।

জীবনের রূপ-রস-গন্ধ, বর্ণিল, হলদে-সরষে বাহারী নজরকাড়া রং ফুরিয়ে গিয়ে তখন অবশিষ্ট থাকে শুধুই একাকীত্ব। বেদনাভারে দেহ-মন থাকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত আর আত্মার অসহ্য বন্দী জীবন। আর এক অন্ত:সারশূণ্য চাহিদার প্রতি দুর্দমনীয় আগ্রহে উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুণে মাদকের ঝাঁঝালো স্বাদ গ্রহণের মাঝে নিজেকে সপে দিতে।

এমতাবস্থায় হঠাৎ তাকে বাঁধা দিতে নেই। কারণ, হঠাৎ কঠিন পদক্ষেপ হিসেবে নিষেধাজ্ঞা জারী করলে হিতে বিপরীত হবে। যেহেতু নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের কৌতূহল চিরন্তন। আসলে মানুষের কৌতূহল এমন এক ভীষণ অপ্রতিরোধ্য শক্তি যার ওপর তার বিবেকও অনেক সময় জোর খাটাতে সক্ষম হয় না, হার মেনে যায়। তাইতো অন্যায় করেছে তা জেনেও দুর্দমনীয় তাড়নে কৌতূহলের প্রতি কৌতূহলী হতে হতে কখনো তা অভ্যাসে পরিণত হয়। আর মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে তার অভ্যাস। প্রবাদ আছে, 'মানুষ অভ্যাসের দাস,।

সেই মুহূর্তে অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ, আপনারা সমবেদনা ও সহানুভূতির সাথে সহমর্মীতার হাত বাড়ান। তাকে বলুন, আপনারা তাকে কতটা ভালবাসেন। আপনাদের জীবনে সে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তার এহেন মন্দথাকা আপনাদের জীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করছে। পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে আপনাদেরকে কতটুকু হেয় প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তাকে মমতার সাথে তা বুঝিয়ে বলুন। তার ভালমন্দ নিয়ে আপনারা কতটা উদ্বিগ্ন, কতটা বিচলিত। এ বোধটুকু তার উপলব্ধিতায় ঢুকানোর চেষ্টা করুন সর্বাধিক আবেগীয় প্রকাশ ভঙ্গিতে। যদি তার হৃদয়ে ঢেউ তুলতে পারেন, আবেগ সৃষ্টি করতে পারেন, তাড়না সৃষ্টি করতে পারেন, হৃদয়ে আঁচড় কাটতে পারেন দেখবেন হয়তো বা আপনার সন্তান নিজ থেকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে তা পরিহার করে চলার আগ্রহ দেখাবে। তবে এটা নির্ভর করছে আপনার কাউন্সিলিংয়ের উপস্থাপনের ওপর

তারপরেও যদি অসংগতি দেখতে পান তবে বকাঝকা, কড়াশাসনে তাকে হেনস্থা করা, দৃষ্টি কটু নজরদারী, অহেতুক সন্দেহ বা অবিশ্বাস করে কোনঠাসা করার মতো বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন না। জোর করে নয়, আইনের ভয় দেখিয়ে নয়। প্রয়োজন নিখাদ ভালবাসা, মায়-মমতা আর অপরিসীম ধৈর্য্যের। দরদী মন নিয়ে, তার সুখ-দু:খের সাথে একাত্মতা-প্রকাশ করুন। তার মতামত শুনুন, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকুন। ঘৃণা নয়, উপেক্ষা নয়, সহনশীলতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। পাশাপাশি অভিভাবক হিসাবে চিকিৎসকের পরামর্শ মত কাজ করুন। বিশ্বাসকে অনুষঙ্গী করুন। দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টান। আসক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে সহায়তা করুন। তার জন্য প্রয়োজন যোগাযোগের মাধ্যমে নিবিড় পর্যবেক্ষণ।

তবে আমরা জানি, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়। তাই আলোচনাই শেষ নয়, এখান থেকে মুক্তি পেতে আমি মনে করি নিম্নোক্ত করণীয় গুলো মেনে চলা বাঞ্চনীয়।

(১) এত ব্যস্ততার মধ্যেও সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া।

(২) সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ অনুশীলনে সম্পৃক্ত করতে হবে।

(৩) সুষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে সন্তানের সমস্যা, আবেগ, আগ্রহ, নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করা ও তা পূরণে সচেষ্ট থাকা।

(৪) সময় ও সুযোগমত সন্তানদের নিয়ে প্রকৃতির নিকট ছুটে যাওয়া, বেড়িয়ে পড়া। এতে শিশুদের মোবাইল আসক্তি (Addiction) কমে যাবে। দেহ-মন সজীব ও প্রাণবন্ত থাকবে। মানসিক বিকাশেও পরিপূর্ণতা আসবে।

(৫) পারলে যতদুর সম্ভব বিভিন্ন খেলাধূলায় বাহিরে খোলা মাঠে খেলার সুযোগ না হলে পারিবারিক পর্যায়ে ছোট-খাট খেলাধূলা যেমন, দাবা, লুডু বাচ্চাদের নিয়ে আপনারা নিজেও খেলতে পারেন।

(৬) সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নাচ, গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা, কৌতুক, বিতর্ক ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অধিক হারে অংশগ্রহণের জন্য শিশুদের উৎসাহিত করা। পাশাপাশি ধর্মীয় বিষবস্তুর উপর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ও উদ্বুদ্ধ করা।

সবশেষে বলব, সেই হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর গল্পের মত ধূলো থেকে মুক্ত রাখতে সমস্ত দেশটিকে চামড়া দিয়ে না ঢেকে কেবলমাত্র পা দু' টোকে ঢেকে দিলেই যেমন সমাধান হয়ে যায়। তেমনি একজন সুনাগরিক হিসাবে আপনি আপনার পরিবারকে মাদক মুক্ত রাখুন।

হ্যাঁ, এখন থেকে আমরাও আমাদের পরিবারের প্রতি মনোযোগি হব, যোগাযোগ সুরক্ষায় গুরুত্ব দেব। আমাদের অটুট পারিবারিক সম্পর্কের ঐতিহ্য, মমতার যে ঐতিহ্য তাকে ধরে রাখব।

মাদক যাতে এ মমতার দৃঢ় বন্ধনকে আলগা করতে না পারে তার প্রতি সচেষ্ট থাকব। মাদক মুক্ত একটা সুষম সমাজ গঠনে নিজ দায়িত্বের প্রতি একনিষ্ঠ থাকব।

মাসিক বুলেটিনে মতামত আহ্বান করা হচ্ছে

অধিদপ্তর থেকে প্রতিমাসে বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। যা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।

বুলেটিন সম্পর্কে আপনার যে কোন মূল্যবান মতামত/মন্তব্য, তথ্য, বক্তব্য, প্রতিবেদন, ছবি ইত্যাদি প্রেরণ করলে তা প্রকাশের জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা কর হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য

যোগাযোগ করুন : ০১৭০৮-৯০৪০২৭

আমাদের অঙ্গীকার
মাদকমুক্ত পরিবার

মাদক ব্যবসা করে যারা
দেশ ও জাতির শত্রু তারা

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com